ভোলায় মাদ্রাসার আড়ালে মৌলবাদী তৎপরতা

রিপোর্ট : **সাজেদুর রহমান**

ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় অবস্থিত 'দারুল উলুম বোরহানউদ্দিন কাওমী ও ক্বেরাতিয়া মাদ্রাসা।' মাদ্রাসার কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। অজপাড়াগাঁয়ে অবস্থিত এই মাদ্রাসায় গত ১১ মার্চ জমি দখলকে কেন্দ্র করে ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। এতে বেশকিছু ধর্মীয়গ্রন্থ ভস্মীভূত হয় এবং অর্ধ শতাধিক ছাত্র আহত হয়। হাসপাতালে ভর্তির পর আহতরা জানায় তারা কেউ ভোলা জেলার নয়। কয়েকজন ছাত্র ভারত থেকেও এসেছে। এমন প্রত্যন্ত এলাকায় এই মাদ্রাসায় বহিরাগতের কথা শুনে বিস্মিত জেলা প্রশাসনও। পুরো বিষয় জানতে দুই সদস্যের একটি তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে।

¯'vbxq nvmcvZv‡ji ewn›`vq gv`ªvmvq AvnZ QvÎ‡`i GKvsk

বোরহানউদ্দিন দারুল উলুম ক্বেরাতিয়া মাদ্রাসা এলাকায় তদন্ত করতে এসে জেলার ভারপ্রাপ্ত এসপি মতিউর রহমান জানান, এমন অখ্যাত মাদ্রাসায় বাইরের ছাত্র ছাড়াও মাদ্রাসার খুব কাছে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অন্য জেলার ৮/১০ জন ছেলেকে পাওয়া গেছে। এরা মাদ্রাসা শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। তিনি আরো জানান, এদের কেউ কম্পিউটার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র। অথচ বোরহানউদ্দিনের বাজার ও বাস স্ট্যান্ড এলাকায় আচার, বিস্কুট ফেরি করে বিক্রি করে'। এইসব সুশিক্ষিত ছেলেরা এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন ছদ্মবেশে কেনো আছে তা জানতে চাইলে এসপি মতিউর বলেন, 'এখন তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা সম্ভব না।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, পুলিশ প্রশাসন ওই বহিরাগত ছাত্রদের ব্যাপারে আর কিছুই করেনি। ২ সদস্যের তদন্ত টিম নির্ধারিত তিন দিন পরেও কোনো তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি। গত ১৭ এপ্রিল এসপি মতিউর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই বিষয়টির সত্যতা স্বীকার করলেও কেন তদন্ত শেষ হয়নি সে সম্পর্কে কোনো কথা বলেননি। এদিকে মাদ্রাসায় অগ্নিসংযোগের ও ভাংচুরের ঘটনায় মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতার নামে একটি মামলা করেছে। অপরদিকে অবৈধ দখলের কারণ দেখিয়ে স্থানীয় অভিযুক্তরাও পাল্টা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের নামে মামলা করে।

সবাই বিস্মিত

জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান বলেন, 'ভোলায় শিক্ষার মান ভালো না। এখানকার ছেলে-মেয়েরা যেখানে ভালো শিক্ষার জন্য বাইরে যায়, সেখানে অন্যজেলার ছাত্ররা এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পড়তে আসছে বিষয়টি অস্বাভাবিক'। মাদ্রাসা ভাংচুরের দুই দিন পরে তিনি এই প্রতিবেদককে আরো জানান, '২০০৩ সালের মে মাসে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ রাতের অন্ধকারে মাদ্রাসাটি দাঁড় করিয়েছিল। তখন থেকেই মাদ্রাসার জমি দখল নিয়ে ঝামেলা হয়। সেই রেশের কারণেই এই ভাংচুর ঘটনা। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আহসান হাবিব ও সহকারী পুলিশ সুপার হাফিজ আহম্মেদের সমন্বয়ে ২ সদস্যের একটি তদন্ত টিম করেছি। আশা করি ৩ দিনের মধ্যে মূল বিষয়টা জানতে পারব।' তবে 'মূল বিষয়টি' ঘটনার মাসাধিক কাল পরেও জানা সম্ভব হয়নি কারো। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকও কিছু বলছেন না।

বহিরাগত ছাত্রদের উপস্থিতি নিয়ে মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি মহিউদ্দিন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'আমাদের এখানে পড়ালেখার মান ভালো। সে কারণে দেশের অন্যান্য জেলা থেকে ছাত্ররা পড়তে আসে। এমন কি ভারতের ২ জন ছাত্রও এখানে পড়ালেখা করে।'

একই সুরে কথা বললেন জামায়াতের স্থানীয় নেতা ও দৈনিক সংগ্রামের স্থানীয় প্রতিনিধি অধ্যাপক মোকতার হোসেন। 'ভোলায় সার্বিক শিক্ষার মান খারাপ হলেও মাদ্রাসার শিক্ষাটা খুব ভালো। সম্ভবত একারণেই এখানে বাইরের ছেলেরা পড়তে আসে।'

মাদ্রাসার কিতাবখানার আহত ছাত্র আব্দুল কাদের জানায়, 'আবুল কাশেম হুজুর (মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা) বিভিন্ন জেলায় ওয়াজ মাহফিলে যান। সেখানেই তিনি এই মাদ্রাসার কথা বলেন। আমরা তার কথা শুনেই এখানে পড়তে এসেছি।'

মাদ্রাসায় বহিরাগতের ব্যাপারে স্থানীয় সাংসদ হাফিজ ইব্রাহিম বলেন, 'আমি জানতাম না এই মাদ্রাসায় প্রায় সবাই ভোলার

বাইরে ছাত্র। বিষয়টা নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে এর তদন্ত হওয়া উচিত।' আওয়ামী লীগের জেলা সভাপতি অধ্যক্ষ মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, 'উগ্রমৌলবাদী সংগঠনগুলো নিরাপদ প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবে ভোলাকেই তারা বেছে নিয়েছে।'

দারুল উলুম বোরহানউদ্দিন কওমী মাদ্রাসা ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনার পরদিন ১২ মার্চে বোরহানউদ্দিন ও ভোলা সদরে পৃথক প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। তারা প্রশাসনকে হুমকি দিয়ে বলে, 'মাদ্রাসার জায়গায় মাদ্রাসা থাকবে।' তারা সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করার হুকুম দেয় এবং দেশব্যাপী কওমী মাদ্রাসা তল্লাশি বন্ধের দাবি জানান। প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণের জন্য বোরহানউদ্দিন থেকে ৩ ট্রাকসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে দল বেঁধে বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক হাজির হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশটির আয়োজন করে ভোলা জেলা কওমী মাদ্রাসা সংরক্ষণ কমিটি। আর উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রহমান খান, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সভাপতি আলহাজ মোঃ ছাদেক মিয়া, মুফতি আহম উল্লাহ, মুফতি মহিউদ্দিন, নজিব উল্লাহ, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, মাওলানা মোঃ হারুন, আতাউর রহমান ও মিজানুর রহমান।

'ভোলা জেলায় সবচেয়ে বেশি মাদ্রাসা' জানালেন স্থানীয় ব্যবসায়ী মহিউদ্দীন মাসউদ। তিনি আরো জানান, 'জেলা সদরে কিছুদিন আগেও মৌলবাদিদের তৎপরতা চোখে পড়ার মতো বেড়েছিল। ইদানীং প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থা সক্রিয় হওয়ায় এদের প্রকাশ্য তৎপরতা কমেছে। তবে উগ্র জঙ্গি গ্রুপগুলো এখন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে। হরকাতুল জিহাদ ও খতমে নবুওয়ত নামের দুটি জঙ্গি সংগঠন প্রকাশ্যেই চরফ্যাশন ও বোরহানউদ্দিনে তৎপরতা চালাচ্ছে বলে বিভিন্ন সময়ে আমরা খবর পাই'। প্রবীণ স্থানীয় সাংবাদিক ফরিদ হোসেন বাবু জানান, 'বোরহানউদ্দিন ও চরফ্যাশনসহ কয়েকটি এলাকায় শুক্রবার যে কোনো মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেই শুনবেন সশস্ত্র জেহাদের প্রকাশ্য ডাক। মুসল্লিদের বলা হয়, 'জান ও মাল নিয়ে প্রস্তুত থাকুন।'

জানা গেছে, ভোলা জেলায় প্রায় ২৬৭টির মতো মাদ্রাসা আছে। কোনো কোনোটি এত প্রত্যন্ত এলাকায় যার প্রকৃত অবস্থা কেমন, কতজন শিক্ষক-ছাত্র আছে এর কোনো তথ্যই দিতে পারে না জেলা শিক্ষা অফিসার কিংবা জেলা প্রশাসক।

জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে জঙ্গি প্রশিক্ষণের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেননি, বিষয়টা সরাসরি অস্বীকার করেননি জেলা প্রশাসকও। তিনি

wea¯— `vi"j Djg tevinvb DwÏb KvIgx gv`ªvmvi GKvsk

জানান, 'অনেক প্রত্যন্ত এলাকা আছে যেখানে প্রশাসন যেতে পারে না। শুনেছি ওইসব চর এলাকায় নিষিদ্ধ জঙ্গিগ্রুপের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।' তিনি অবশ্য বিষয়টি স্থানীয় পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছ থেকে শোনা বলে জানান।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, উকিলপাড়া মাদ্রাসা ও ইসলামী কমপ্লেক্সসহ শহরের বেশ কয়েকটি স্থানে জঙ্গিদের ঘাঁটি থাকতে পারে। তবে স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থা শহরে জঙ্গি ঘাঁটি থাকার কথা অস্বীকার করেন। দেশ জুড়ে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের একাংশের আমীর মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম পীর সাহেবের একটা বড় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শরষিনা পীর ও আটরশি পীরের অনুসারীদের তৎপরতা দেখা যায়। স্থানীয় পীর সুফি হাবিবুর রহমান, পাটমারার পীর ও নজীরপুরের পীরের দাপটও কম নয়। এছাড়া রয়েছে জামায়াতের কিছু সন্দেহজনক তৎপরতা।

ভোলা জেলায় যে সব ইসলামী দল ও সংগঠনের তৎপরতা রয়েছে তার মধ্যে জামাতুল মুদারেসিন শুধু ভোলা জেলায় বিস্তৃত। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের কর্মী ঢাকা, ঝিনাইদহ, বগুড়া ও ভোলায় দেখা যায়। আল ফারুক দাওয়াত ও কল্যাণ সংস্থা শুধু ভোলাতেই তৎপর। জামাতুল মুজেহেদিন সংগঠনটির কার্যক্রম ভোলা ছাড়াও ঢাকা ও চট্টগ্রামে আছে বলে স্থানীয় সূত্র জানায়। একইভাবে জমিয়তে তালাবা আরাবিয়া ঢাকা ও ভোলা জেলায় সীমাবদ্ধ আছে। এছাড়া আছে জামায়াত উলামা ইসলাম বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইমাম ও উলামা পরিষদ, কোরআন প্রচার সংস্থা বাংলাদেশ, তাহফিজে হারামাইন পরিষদ বাংলাদেশ এবং তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত।

নাম বিভিন্ন হলেও কাজ প্রায় সবারই এক। ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের জেলা শাখার সেক্রেটারি মোঃ মাসউদুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা কোরআন পরিপন্থি এই সংবিধান মানি না। নারী নেতৃত্বের অবসান চাই এবং আমরা চাই বিপ্লবী ধারায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে।' তিনি আরো জানান, 'বর্তমানে দেশের সংবিধান কোরআনের সাড়ে তিনশ আয়াতের পরিপন্থি যা মানা মুসলমানদের জন্য জায়েজ নয়।'

ভোলা জেলায় ড. হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর পর এক প্রতিবাদ সভা করতে চাইলে ইসলামী সংগঠনগুলো তীব্র প্রতিবাদ করে। তাদের প্রতিবাদের কারণে হুমায়ুন আজাদের মৃত্যুর পর ন্যূনতম প্রতিবাদ সভাও করা সম্ভব হয়নি জানালেন স্থানীয় শিক্ষাবিদ মহিউদ্দীন মাসউদ।

আহত ছাত্রদের নাম

দারুল উলুম বোরহানউদ্দিন কওমী ও ক্বেরাতিয়া মাদ্রাসা গত ১১ মার্চ যে সব ছাত্র আহত হয় তাদের নাম ও জেলা

১. মোঃ সোলেমান (২০), ঝালকাঠি
২. জোবায়ের (২০) গাইবান্ধা
৩. আব্দুস সাত্তার (১৫), চুয়াডাঙ্গা
৪. আবু তাহের (২১), গাইবান্ধা
৫. আঃ ওয়াহেদ (২১) কুষ্টিয়া
৬. আবদুস সাত্তার (২২), চুয়াডাঙ্গা
৭. আবদুল্লাহ (২৪), মানিকগঞ্জ
৮. মোঃ এলেম উদ্দিন (২৫), ঝিনাইদহ
৯. মোঃ জাহাঙ্গীর আলম (১৭), যশোর
১০. আলী হায়দার (২৫), সিরাজগঞ্জ
১১. এমদাদুল্লাহ (২৫), যশোর
১২. মনিরুল ইসলাম (২৩), পটুয়াখালী
১৩. রফিকুল ইসলাম (২২), চুয়াডাঙ্গা
১৪. রাশিদুল ইসলাম (১৭), রাজশাহী
১৫. সোহাগ (৯), ফরিদপুর
১৬. আশেকুল (২১), তেতুলিয়া
১৭. ফিরোজ আহমদ (১৯) খুলনা
১৮. আফাজ (২৪), ঢাকা
১৯. শরিফুল (২৩), ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২০. মিকাইল (২৫), সুনামগঞ্জ
২১. কারিবুল (১৮), বগুড়া
২২. জায়েদুল (২১), ভারত
২৩. আকরাম (১৯), ভারত